সমকাল

তারিখ 31 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট
বড়রা পারেনি, ছোটরা শিখছে

ছয় থেকে ষোল বছর পর্যন্ত বালক-বালিকা, যারা স্কুলের ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য আমরা জোর এক দফা করতালি দিতে পারি। তাদের সংখ্যা তিন কোটির কাছাকাছি। গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদেশে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ২৩ হাজার স্কুল ও মাদ্রাসায় ভোট দিয়ে নিজেদের মধ্য থেকে সব মিলে এক লাখ ৮৩ হাজার ২৭২ জন নেতা নির্বাচন করেছে। আগের দিন স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে তথ্য ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোন অজ্ঞাত কারণে স্কুলের এই ছাত্র পরিষদগুলোকে ইংরেজিতে প্রাথমিক স্কুলগুলোর জন্য 'স্টুডেন্টস কাউন্সিল' ও মাধ্যমিকের জন্য 'স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট' নাম দেওয়া হলো, তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। এভাবেই আমরা মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের অঙ্গীকার রক্ষা করছি বটে। সরকারি সিদ্ধান্ত হিসেবেই ২০১০ সালে প্রাথমিকে চালু হয়েছিল এটি। ২০১৫ সাল থেকে মাধ্যমিকে পরীক্ষামূলক চালু হয়ে এবার তৃতীয় বছরে এসে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। বহুকাল থেকে চলে আসা ক্লাস ক্যাপ্টেনের মতোই এই নেতাদের ভূমিকা। তবে ক্লাস ক্যাপ্টেন শুধু নিজ ক্লাসে সতীর্থদের শৃঙ্খলা রক্ষায় নেতৃত্ব দিয়ে শিক্ষককে সাহায্য করে। আর নতুন ব্যবস্থায় স্কুলের সব ক্লাসের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মিলে ক্যাবিনেট গঠন করে ক্লাস ও ক্লাসের বাইরে পুরো স্কুলের আটটি বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে। বিষয়গুলোর মধ্যে আছে শিক্ষণ সামগ্রী, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, পরিচ্ছন্নতা, বাগান করা, দিবস পালন অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এতে ছাত্রদের নেতৃত্বগুণ বিকাশের বাস্তব শিক্ষালাভ হবে। আগে স্কুলে ক্লাসে হাত তুলে ভোটের মাধ্যমে বা শিক্ষকের ইচ্ছায় বা পরীক্ষায় প্রথম স্থানপ্রাপ্তরা ক্যাপ্টেন হতো। শিক্ষামন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, জাতীয় নির্বাচনের মতোই স্টুডেন্টস ক্যাবিনেট নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, প্রার্থী, ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার, স্কুলে প্রচার, পোস্টার– সব থাকে। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে সবকিছু ছাত্ররাই করছে। নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্ররা কেউ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার হচ্ছে। গতকাল ভোটার সংখ্যা ছিল এক কোটি তিন লাখের কিছু বেশি। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে স্কুলে আটজনের ক্যাবিনেট গঠিত হচ্ছে। তাদের একজন 'ক্যাবিনেট প্রধান'। দায়িত্ব পালন না করতে পারলে পদত্যাগের বিধানও রয়েছে। ছয় মাসে একবার স্কুলের সব ছাত্রের সাধারণ সভাও হবে। অর্থাৎ 'গণতন্ত্রের প্রশিক্ষণ' স্কুলে ভালোভাবেই শুরু করা হলো। কিন্তু বহু বছর আগে থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রদের জন্য যে নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়ন ব্যবস্থা ছিল, তা যে গত ২৬ বছর ধরে অচল হয়ে আছে, সে সম্পর্কে আমাদের গণতন্ত্রপ্রিয় সরকার ও রাজনৈতিক নেতারা কী বলবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-'ডাকসু'র রয়েছে দেশে গণতন্ত্র আনার সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা। সেই ডাকসু নির্বাচন বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হওয়ার পর থেকেই বন্ধ হয়ে গেল কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য হয়ে যাওয়া ৫০তম সমাবর্তনে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ডাকসু নির্বাচন অবশ্য কর্তব্য বলে জোর তাগিদ দেওয়ার পরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না কেন? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে জিজ্ঞাস্য– ছোটরা এখন গণতন্ত্র শিখবে কি বড় হয়ে তা বর্জন করার জন্য?